"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের নিজের ভাগ্য হীরের তুল্য বানাতে হবে, পুরুষার্থ করে বাবার কাছ থেকে স্বর্গের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ রহস্য বুদ্ধিতে যদি যুক্তিযুক্ত ভাবে বসে যায় তাহলে অপার খুশীতে থাকবে ?

*উত্তরঃ - ড্রামার রহস্য । এই ড্রামাতে প্রতিটি অভিনেতা অবিনাশী পার্ট পেয়েছে, যা তাদের অভিনয় করতেই হবে । কারোর পার্টই নষ্ট হয় না, বা মুছে যায় না । এই পার্ট, যা বানানো আছে, বানানো হচ্ছে -- এতে কোনো হেরফের হয় না । কল্প সম্পূর্ণ হলে আবারও সেই পার্ট সেকেণ্ড - বাই সেকেণ্ড রিপিট হবে । এ হলো অতি গুহ্য রহস্য, যা যুক্তিযুক্ত ভাবে যদি বুদ্ধিতে বসে যায়, তাহলে অপার খুশীতে থাকবে । না হলেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় বা ঝিমিয়ে যায় । বাবা বলেন - বাচ্চারা, ঝিমিয়ে যেও না । বাবার প্রতি বিশ্বাস রেখে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করো ।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা সারা জগৎ পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি ঈশ্বরীয় বাচ্চারা এই গীত শুনেছে । ড্রামা অনুসারে বোঝা যায় যে, তোমরা এখন ঈশ্বরের বাচ্চা হয়েছো । ঈশ্বরের কাছে তোমরা স্বর্গের মালিক হতে এসেছো বা স্বরাজ্য নিতে এসেছো। নরকের মানুষ তো জানেই না যে, স্বর্গ কাকে বলে ! তোমরা তো জানো যে, বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন । রাবণ আবার নরকের স্থাপনা করে । এও কেউই জানে না । তোমরা জানো যে, আমরা বাবার কাছ থেকে স্বর্গের রাজত্ব গ্রহণ করছি । কোনো মানুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন বলা হয়, স্বর্গে গেছেন । যদিও নিজেদের বলে, আমরা নরকে আছি, আর সবাই এই নরকের মালিক । এ হলো সম্পূর্ণ সহজ কথা, দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই । তোমাদের ভাগ্য এখন হীরের তুল্য তৈরী হচ্ছে । এই হীরের মতো ভাগ্য বাবা ছাড়া আর কেউই বানাতে পারেন না । তোমরা জানো যে, আমরা বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি । নরক কতো সময় ধরে চলে, কাউকে যদি বোঝাও তাহলে বলবে, সত্যযুগের তো লক্ষ বছর হয়ে গেছে । তোমরা হলে গড ফাদারলী স্টুডেন্ট । তোমরা গড ফাদারের কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাচ্ছো । তাহলে আবার বাবাকে ভুলে যাও কেন -- একথা বাবা বুঝতে পারেন না । তুফান তো অনেকই আসবে । তখন কি পরিশ্রম ছাড়াই তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে । কারোর মৃত্যু হলে মানুষ বলে দেয় যে, স্বর্গবাসী হয়েছেন । তাহলে কান্নাকাটি কেন করো ? তোমাদের তো হাততালি দেওয়া উচিত, খুশী পালন করা উচিত ! স্বর্গে যাওয়া যদি এতটাই সহজ হয়, তাহলে তো সবাইকে গালি দিয়ে দাও, তাহলেও স্বর্গে পৌঁছে যাবে । তাহলে এখানে দুঃখে থাকার কি প্রয়োজন পড়েছে । অতি দুঃখে মানুষ বিষ পান করেও মৃত্যু বরণ করে । কতো সিপাইয়ের মৃত্যু হয়, একে অপরকেও হত্যা করে । বাবা বলেন - তোমরা সবাইকে বোঝাও, স্বর্গে যখন গেছে, তখন তোমরা কান্নাকাটি করো কেন ? বাস্তবে, না কেউ স্বর্গে যেতে পারে, আর না নির্বাণধামে ফিরে যেতে পারে । এখন তোমাদের স্বর্গে যাওয়ার উপায় বাবাই বলে দেন । স্বর্গের রচয়িতা যখন স্বর্গ রচনা করবেন, তখনই তো স্বর্গে কেউ যাবে, তাই না । এখন স্বর্গের রচয়িতা বাবা এসেছেন । এও তোমরা বাচ্চারাই জানো যে, রাবণ রাজ্য যখন শুরু হয়, তখন দেবী - দেবতারা বাম মার্গে চলে যান । সেই সময় থেকেই বিকার শুরু হয়ে যায় । রাবণ রাজ্য কবে শুরু হয়, তার কোনো দিন নির্ধারিত নেই । বাচ্চারা, তোমরা বলতেই পারবে না যে, বাবা কবে এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন । যখন সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তখন এসেছিলেন, নাকি কবে ? সাক্ষাৎকার তো ভক্তিমার্গেও এভাবেই হয় । জানতেই পারা যায় না যে, বাবা কোন্ সময় এসেছেন । কৃষ্ণের জন্মের সময় দেখানো হয় । শিব বাবার কোনো সময় ইত্যাদি কিছুই হয় না । বাবা তো মালিক । তিনি কখন আসেন, তা জানতেই পারা যায় না । এই মুরলী থেকেই তোমরা বুঝতে পারো ।

বাবা বোঝান যে, আমি কালেরও কাল, আমি সকলকেই পূর্বে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম । সত্যযুগে তো অল্পসংখ্যক মানুষ ছিলো, কলিযুগে কতো বেশী মানুষ । সকল আত্মাদেরই আবার ফিরে যেতে হবে । তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই পাণ্ডা চাই । আমি আত্মিক পাণ্ডা হয়ে এসেছি, আমি তোমাদের নিয়ে যাবো । নতুন দুনিয়ার জন্য আমি তোমাদের পড়াচ্ছি । নরক, স্বর্গ কি, কতো সময় ধরে চলে, কবে শুরু হয়, এইসব কোনো সন্ন্যাসী আদিরা জানে না । রচয়িতাও একজন আর সৃষ্টিও এক । শাস্ত্রতে তো আতাল - পাতাল ইত্যাদি অনেক সৃষ্টির কথা বলে দিয়েছে, যা খুঁজতে থাকে । মানুষ মনে করে, এক একটি স্টারে দুনিয়া আছে । বাবা বলেন, আমি আবার তোমাদের গীতার জ্ঞান শোনাচ্ছি । ক্রাইস্টকে আবার তাঁর সময়ে আসতে হবে । এই ড্রামা একটাই । সত্যযুগে দেবী - দেবতার রাজ্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না । তোমরা এখন

জানো, আমরা বাবার কাছ থেকে সেই উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে এসেছি । মানুষ ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন, এসো । তাই অবশ্যই এই সঙ্গমেই আসতে হবে । তোমরা এখন জানো, আমরা এখানে কেন এসেছি ? কি নিতে এসেছি ? তোমরা বলবে, আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছি । আমরা এখন রাজযোগ শিখছি । আমরা কল্প - কল্প উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি, আবার হারিয়ে ফেলি । এখন আবার আমাদের পুরুষার্থ করতে হবে । সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণ করে অন্যদেরও ধারণ করাতে হবে । এই গীত কতো সুন্দর । বাচ্চারা, এর অর্থ তোমরাই বুঝতে পারো । এই গীত কতো সুন্দর, তোমাদের মন ছুঁয়ে যায় বাবা, আপনার কাছ থেকে আমরা এমন রাজ্য গ্রহণ করি, যা কেউই কেড়ে নিতে পারে না । এ হলো অবিনাশী উত্তরাধিকার, যা অবিনাশী বাবার কাছ থেকে পাওয়া যায় । এই পৃথিবীর অনাদি ড্রামা অনুসারে অথবা গীতার কথন অনুসারে, বাবা আবার গীতা শোনাতে এসেছেন, যিনি আমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন শাস্ত্রতে তো আগডুম-বাগডুম করে দিয়েছে । যুক্তির দ্বারা বোঝানোর মতোও কাউকে চাই । কেউ বলে, জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে । আত্মা তো অবিনাশী, তাকে অবিনাশী পার্টই অভিনয় করতে হবে, তার পার্ট কখনো নষ্ট হতে পারে না । কখনোই মুছে যেতে পারে না । এই পার্ট বানানো আছে, বানানো হচ্ছে.... এতে কোনো অদল-বদলও হতে পারে না এ কতো আশ্চর্যের! এতো ছোটো আত্মার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে । কল্প সম্পূর্ণ হলে আবার এমন অভিনয়ই রিপিট হবে সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড একই ভাবে অতিক্রম হবে । এই ড্রামাকেও খুবই যুক্তিযুক্ত ভাবে বুঝতে হবে । কেউ - কেউ তো এইসব বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় । প্রথমে তো বাবার প্রতি নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন যে, বাবার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা যাবে । কল্প - কল্প ভারতই তা পেয়ে থাকে । ৮৪ জন্মগ্রহণও করতে হবে । বর্ণও অবশ্যই বোঝাতে হবে । একে অপরকে এই স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে হবে যে? আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি । সবাই তো এখানে এসে পড়বে না । তোমরা দেখো যে, কতো সেন্টার খুলতে থাকে যেখানে নরকবাসী এসে স্বর্গবাসী হয় । বাবাকে লেখে, আমি ব্যবস্থা করতে পারি । আমার কোনো বস্তুর প্রতি মমত্ব নেই । এই সবকিছুই ঈশ্বরার্থে । এখন আপনি যা রায় দেবেন । আমিও (ব্রহ্মা বাবা) লিখি, তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো, যেখানে ভালো পরিবেশ, সেখানে সেন্টার খোলো । বাচ্চারা হিম্মত দেখালে বাবা সাহায্য করেন । বাবা কতো খুশী হন । তিনি মনে করেন, এমন দান তো খুবই ভালো, অনেককেই কড়ি থেকে হীরের তুল্য বানানো । এ তো অনেক বড় হসপিটাল আবার কলেজও । কেবল পৃথিবীর তিন পদ জমি চাই । এ কতো সহজ রীতি, বাবা কড়ি থেকে হীরের তুল্য তৈরী করেন । এমন বাবাকে দেখো, কতো সাধারণ থাকেন । কোথায় এসেছেন, কোনো রাজার কাছে কেন আসেননি ! তিনি বলেন, আমি সাধারণ বৃদ্ধের তনে আসি, যিনি পুরোপুরি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছেন । সত্যযুগের ফার্স্ট প্রিন্স তো ইনিই, তাই না । এনার নামও রাখা হয়েছে - শ্যাম আর সুন্দর । বাচ্চারা, তোমরা এর অর্থও বুঝতে পারো, ওরা অর্থ না বোঝার কারণে কালো করে দিয়েছে । বিশেষ করে শিব বাবার লিঙ্গও কালো । কৃষ্ণ, রামকেও কালো করে দিয়েছে । একদিকে গৌর আর অন্যদিকে কালো কেন ? জগন্নাথের মন্দিরে মুখ এমন দেখানো হয়, যেন আফ্রিকান মানুষ । কোথাও কোথাও নারায়ণকেও কালো করে দিয়েছে । কোথাও আবার লক্ষ্মীকেও এমন দেখানো হয় । এখন আশ্চর্য লাগে যে - মানুষের বুদ্ধি কেমন । বাবাই তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সত্য মত দেন । বাকি তো সবাই যজ্ঞ - তপ - দান - পুণ্য ইত্যাদি করে, অকারণে অর্থ নষ্ট করতে থাকে । তখন আবার কেন বলে - পতিত পাবন, এসো । কেন ডাকতে থাকে ? গঙ্গা - যমুনা, নদীনালা ইত্যাদি কতো আছে । এই বাবাও অনেক তীর্থ ইত্যাদি করেছেন । তোমরা এখন অতি প্রিয় ভাগ্যবান নক্ষত্ররা নরক আর স্বর্গকে জেনে গেছো । মানুষের মৃত্যু হলে বলে, স্বর্গবাসী হয়েছে । তাই তাদেরও বোঝাও, স্বর্গ কাকে বলে । আমরা জানি, তাই তো বোঝাই । আমরা স্বর্গ স্থাপনকারী বাবাকে পেয়েছি, তিনিই আমাদের এই জ্ঞান প্রদান করছেন । আমাদের কোনো মনুষ্য গুরু নেই । সদ্গুরু হলেন একমাত্র বাবা, তিনিই পতিত পাবন, যাঁকে ডাকা হয়। নিরাকারকেই তো ডেকে থাকে, তাই না ? যাঁকে তোমরা জ্ঞানের সাগর বলো । তিনি হলেন সৎ - চিৎ - আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর । আমাদের তো জ্ঞান নেই । এমন অনুভবও হয়, তাঁর কাছে যে জ্ঞান আছে, তা আর কারোর কাছেই নেই । তোমাদের কতো গদগদ থাকা উচিত । পতিত - পাবন, গড ফাদার আমাদের পড়ান । তিনি আমাদের বাবা - টিচার এবং সদ্গুরু, এতে ধাক্কা খাওয়ার কোনো কথা নেই । নিজের রচনার তো দেখভাল করতেই হবে । যদি এখানে এসে বসে যায় - সে তো সন্ন্যাসীদের জ্ঞান হয়ে গেলো । গৃহস্থ জীবনে থেকেও তোমরা এক ঘন্টা বা আধ ঘন্টা বের করতে পারো । প্রথমে সাত দিন ভাট্টি করতে হবে । সাত দিন যেন অন্য কেউই স্মরণে না আসে, চিঠিও কাউকে লিখবে না । সম্পূর্ণ ভাবে সবাইকে ভুলে যেতে হবে । তোমরা অনেক বছর ভাট্টিতে ছিলে, তবুও ভাগ্য... কাউকে তো মায়া আকৃষ্ট করে নেয় । মায়া এমনই প্রবল ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ধীরে - ধীরে পরিপক্ক অবস্থায় আসতে থাকো। তোমরা জানো যে, আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ঝাড়, সব ধর্ম আছে । ওখানেও পৃথক সেকশন আছে । এখানেও এমন আর

ওখানেও এমন । বাকি, মোক্ষ কেউই লাভ করতে পারে না । এমনও নয় যে, বুদবুদের মতো আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যাবে । তখন তো সব পার্টই শেষ হয়ে যাবে । সব জ্যোতিই জ্যোতিতে মিশে যাবে, এই খেলাই সমাপ্ত হয়ে যাবে । এ সবই মিথ্যা । মিথ্যা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা, এক সুতো সত্যিও নেই । ভক্তিতে কোনো মুখ মিষ্টি তো হয়ই না । বাচ্চারা, তোমরা জানো - কে তোমাদের মুখ মিষ্টি করায় । তাই বাবার এই পাঠে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা উচিত । পুরানো দুনিয়াকে দেখে পাগল হয়ে যেও না । তোমরা দেহ বোধে এসো না । এখন তো নিজের ব্যাগ - ব্যাগেজ তৈরী করে ট্রান্সফার করে দাও । এখন এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । বাবা বলেন, তোমরা সবকিছু ইন্সিওর করে দাও । ভক্তিমার্গে যখন করো, তখন অল্পকালের জন্য ফল প্রাপ্ত করো । তোমরা মনে করো, ঈশ্বর দিয়েছেন । এখন তোমরা দাও, তখন বাবাও পরিবর্তে দেন । প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে তোমরা ২১ জন্মের জন্য ইন্সিওরেন্স পাও । এই বাবা বলেন - দেখো, আমি সম্পূর্ণ ইন্সিওর করেছি তাই সম্পূর্ণ রাজত্ব পাই । ওসব হলো জাগতিক ইন্সিওরেন্স, আর এ হলো রুহানী বাবার সঙ্গে ইন্সিওরেন্স । মানুষ তো ঈশ্বরকে অর্থ দান করে । ঈশ্বর তখন তার পরিবর্তে দিয়ে থাকেন । তিনি তো ভক্তিমার্গেরও দাতা, আবার জ্ঞানমার্গেরও দাতা । এ হলো অসীম জগতের পড়া, অসীম জগতের বাদশাহী প্রাপ্ত করার জন্য । এখন তোমরা যত চাও, তত নাও । তোমরা বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করতে পারো । এখানে পুরুষার্থেরই জয় । তোমরা চেষ্টা করো বিজয় মালায় গ্রথিত হওয়ার জন্য । আর যদি দ্বিধাগ্রস্ত হও, তাহলে সার্জন রায় দেওয়ার জন্য বসে আছেন । তোমরা জানো যে, আমরা অনেকবার বাদশাহী নিয়েছি, আবার হারিয়েওছি । এই জ্ঞান এখনকার জন্য, সত্যযুগে আবার সব ভুলে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের জন্য মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পুরানো দুনিয়াকে দেখে পাগল হয়ে যেও না । নিজের ব্যাগ - ব্যাগেজ ট্রান্সফার করে দিতে হবে । নিজের সবকিছুই ইন্সিওর করে দিতে হবে ।

২) কোনো বস্তুর প্রতি মমত্ব যদি না থাকে তাহলে কড়ি থেকে হীরে তুল্য হওয়ার সেবা করতে হবে । দান করলেই ধন বৃদ্ধি পাবে ।

বরদানঃ- নিমিত্ত ভাবের স্মৃতিতে প্রতিটি পেপারে পাস করে এভার রেডি, নষ্টমোহ ভব

এভাররেডির অর্থ হলো নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ। সেই সময় কোনো আত্মীয় পরিজন বা বস্তু যেন স্মরণে না আসে, কারোর প্রতি যেন আকর্ষণ না থাকে। সকলের থেকে পৃথক অথচ সকলের প্রিয়, এর সহজ পুরুষার্থ হলো নিমিত্ত ভাব । নিমিত্ত মনে করলে "যিনি নিমিত্ত বানান" তিনিই স্মরণে আসবেন। আমার পরিবার, আমার কাজ -- এমন নয় । আমি নিমিত্ত । এই নিমিত্ত ভাবের স্মৃতিতে প্রতিটি পেপারে পাশ করে যাবে ।

স্লোগানঃ- ব্রহ্মা বাবার সংস্কারকে নিজের সংস্কার করাই হলো 'ফলো ফাদার' করা ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;